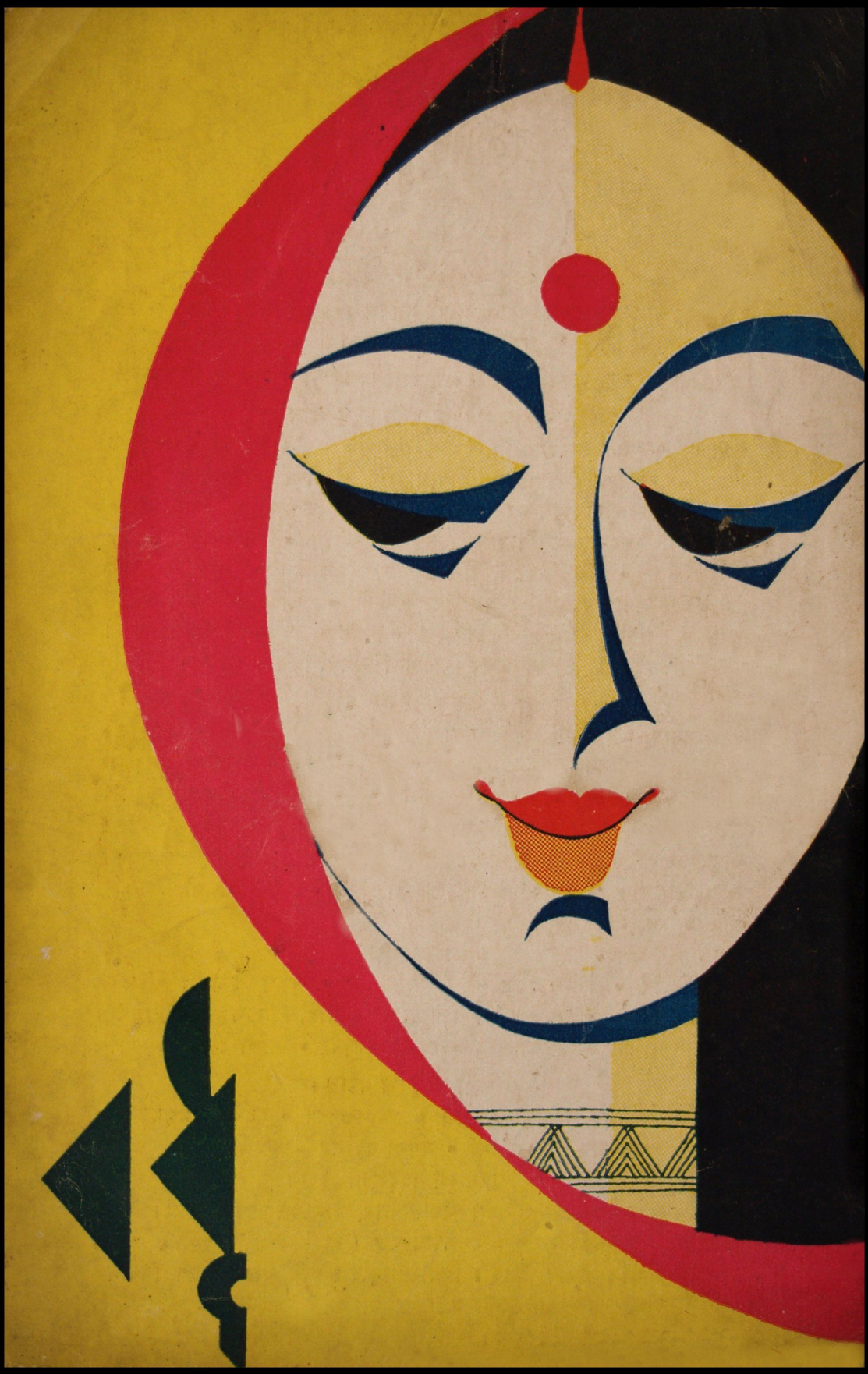

বিমল ঘোষ প্রোডাকসন্সের প্রথম নিবেদন

প্রযোজনা ও [illegible] : **বিমল ঘোষ**

কাহিনী : শৈলেশ দে * চিত্রনাট্য : দেবনারায়ণ গুপ্ত * গীতিকার : শ্যামল গুপ্ত

পরিচালনা : **ভূপেন রায়**

সঙ্গীত : **মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়** * চিত্রগ্রহণ : **দিলীপরঞ্জন মুখোপাধ্যায়**

প্রধান সম্পাদনা : **অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়**

শব্দগ্রহণ ও পুনঃ শব্দযোজনা : সুনীল ঘোষ * সঙ্গীতানুলেখন : শ্যামসুন্দর ঘোষ * সম্পাদনা : অমিয় মুখোপাধ্যায় * শিল্প নির্দেশনা : শচীন মুখোপাধ্যায় * ব্যবস্থাপক : মহাদেব সেন * রূপসজ্জা : গোষ্ঠ দাস * পটশিল্পী : বলরাম চট্টোপাধ্যায়, নবকুমার কয়াল * যন্ত্রসঙ্গীত : সুর ও শ্রী অর্কেস্ট্রা * স্থিরচিত্র : অজিত বসু, ক্যাপ্‌স্ * চিত্র-পরিস্ফুটন : কৃষ্ণকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়, বেঙ্গল লেবরেটরী * পরিচয় লিখন : রতন বরাট * প্রচার সচিব : নিতাই দত্ত * প্রচার অঙ্কন : এস-স্কোয়ার। প্রচার পরিকল্পনা : **শ্রীপঞ্চানন** * রাধা ফিল্মস্ ষ্টুডিওতে গৃহীত।

*** সহকারীবৃন্দ ***

পরিচালনায় : সুধীর চট্টোপাধ্যায়, কণক চক্রবর্তী, বিবেক রায় ॥ চিত্রশিল্পে : গৌর কর্মকার, বৃন্দাবন দাস ॥ শব্দযন্ত্রে : বলরাম বারুই, হরেকৃষ্ণ পাণ্ডা ॥ রূপসজ্জায় : সরোজ মুন্সী, কার্তিক দাস ॥ ব্যবস্থাপনায় : কেষ্ট দে, রামপ্রসাদ সাউ, বিজয় দাস ॥ শিল্প-নির্দেশনায় : অনিল পাইন ॥ আলোকসম্পাতে : জগন্নাথ ঘোষ, নব, হট, গৌরী, ধলেশ্বর ॥ দৃশ্যপটনির্মাতা : নারায়ণ মিস্ত্রী, কেবল মিস্ত্রী, আক্কেল মিস্ত্রী, অর্জুন, গৌরাঙ্গ, নব, নন্দ, নিশামণি ॥

*** রূপায়ণে ***

ছবি বিশ্বাস * কমল মিত্র * বিকাশ রায় * বসন্ত চৌধুরী * ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় * অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় * ধীরাজ দাস ও বিশ্বজিৎ সন্ধ্যা রায় * অনুভা গুপ্তা * মেনকা দেবী * আশা দেবী ও

সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়।

অতিথি-শিল্পী : পাহাড়ী সান্যাল * অসিতবরণ * রবীন মজুমদার * জহর রায় * জয়শ্রী সেন * মঞ্জুলা সরকার * কুমারী রীনা ও নাট্যসম্রাজ্ঞী সরযূবালা দেবী।

নেপথ্য কণ্ঠসঙ্গীত : সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : সর্বশ্রী অমিয়কুমার বসু (বার-এট-ল) ॥ অনিল গুপ্ত ॥ জ্যোতি লাহা ॥ প্রসাদ সিংহ ॥ গিরীন্দ্র সিংহ ॥ রবি বসু ॥ অজয় বিশ্বাস উল্টোরথ ॥ সিনেমা জগৎ

একমাত্র পরিবেশক : **ন্যাশনাল মুভীজ প্রাইভেট লিঃ**

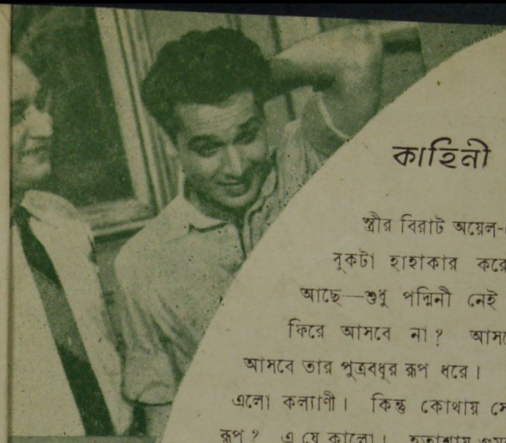

কাহিনী

স্ত্রীর বিরাট অয়েল-পেন্টিং ছবিটার দিকে তাকিয়ে বুকটা হাহাকার করে ওঠে ভুবনবাবুর। সব পড়ে আছে—শুধু পদ্মিনী নেই। আর কোনদিনই কি সে ফিরে আসবে না? আসবে। আসবে। এবার সে আসবে তার পুত্রবধূর রূপ ধরে।

এলো কল্যাণী। কিন্তু কোথায় সেই পদ্মিনীর মত শান্ত স্নিগ্ধ রূপ? এ যে কালো। হতাশায় গুমরে মরেন ভুবনবাবু।

কল্যাণীর কল্যাণস্পর্শে দেখতে দেখতে যেন ঘুমন্ত বাড়িটা জেগে ওঠে। ছেলে বাণীব্রত মহা খুশী। ছোট ছেলে দেবব্রত বৌদি বলতে আত্মহারা। বৌদি তো নয়—ঠিক যেন তার মা। মা-র চোখ দুটো দিয়েও এমনি স্নেহ ঝরে পড়তো। আশ্রিতা বড় মেয়ে মালতীও যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। আহা, গোটা সংসারটাকে যেন মেয়েটা মাথায় করে রেখেছে। শুধু আশ্বস্ত হতে পারে না মালতীর স্বামী ফটিকচাঁদ। শ্বশুরের বিরাট সম্পত্তি সম্বন্ধে তার অনেক প্রত্যাশা।

সংসারে শান্তি ফিরে আসে। তবু তৃপ্ত হতে পারে না কল্যাণী। কাছে গিয়ে অসুস্থ শ্বশুরকে সেবা করবার অধিকার তার নেই। সে যে কালো।

বৌদির অনুরোধে দেবব্রতকে মাঝে মাঝেই তার পিত্রালয় বেলঘরে যেতে হয় খবর দেওয়া-আনার জন্য। ভারী মিষ্টি মেয়ে বৌদির ছোট বোন দীপালী। নিয়মিত যাতায়াতের ফলে একটু একটু করে কখন যে তাদের মনের আকাশ রঙীন হয়ে ওঠে, টেরও বুঝি পায় না তারা।

এদিকে ধীরে ধীরে আত্মস্থ হয়ে ওঠেন ভুবনবাবু। নিজের হাতে একটি একটি করে স্বর্গীয়া স্ত্রীর সবক'টি অলঙ্কার পরিয়ে দিয়ে মুগ্ধদৃষ্টিতে তিনি তাকিয়ে দেখেন পুত্রবধূকে। আহা, যেন লক্ষ্মীপ্রতিমা।

কল্যাণী আত্মহারা। তৃপ্তির অমৃত স্বাদে বুক তার ভরে ওঠে কানায় কানায়। সে এ বাড়ির পুত্রবধূ। এ আনন্দ প্রকাশের ভাষা নেই তার। আচম্বিতে চরম আঘাত নেমে আসে। জানা যায়—কল্যাণী নিরক্ষরা। ক্ষুব্ধ বাণীব্রত পাড়ি দেয় বিলেতের দিকে। শিক্ষিতা বান্ধবী মল্লিকা হাজার চেষ্টা করেও পারে না তার গতিরোধ করতে।

কল্যাণী দিশেহারা। সব আজ ব্যর্থ হতে বসেছে নিরক্ষরতার অভিশাপে। দৃঢ় সংকল্প নিয়ে উঠে দাঁড়ায় কল্যাণী। নতি স্বীকার করবে না ভাগ্যের দোহাই দিয়ে। নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে তার মুক্তি চাই।

গভীর রাত্রে নিজের ঘরে বৌদির উপস্থিতি লক্ষ্য করে চমকে ওঠে দেবব্রত। কল্যাণীর মিনতি ঝরে পড়ে—তুমি আমাকে সাহায্য করো ঠাকুরপো। আমি লেখাপড়া শিখবো।

দেবব্রত এক কথায় রাজী। বৌদি তার মা। তার এতবড় পরাজয় সে সহ্য করবে কি করে!

সবার অগোচরে এমনি করেই পড়া চলে। হঠাৎ নেমে আসে নিষ্ঠুর আঘাত। জামাতা ফটিকচাঁদের ইঙ্গিতে স্বচক্ষে ছোটছেলের ঘরে গভীর রাত্রিতে কল্যাণীর উপস্থিতি লক্ষ্য করে ভুবনবাবু দৃঢ়কণ্ঠে নির্দেশ জানান—দুজনকেই এবাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে।

চরম কলঙ্ক মাথায় নিয়ে কল্যাণী ফিরে যায় তার দাদা নটবরের বাড়ি বেলঘরেতে। দেবব্রত আশ্রয় নিল শিয়ালদার একটি মেসে।

এত আঘাতেও ভেঙে পড়ে না কল্যাণী। এ যুগের সবচেয়ে বড় অভিশাপ—নিরক্ষরতা। যে করে হোক, এ অভিশাপ থেকে সে মুক্তি চায়।

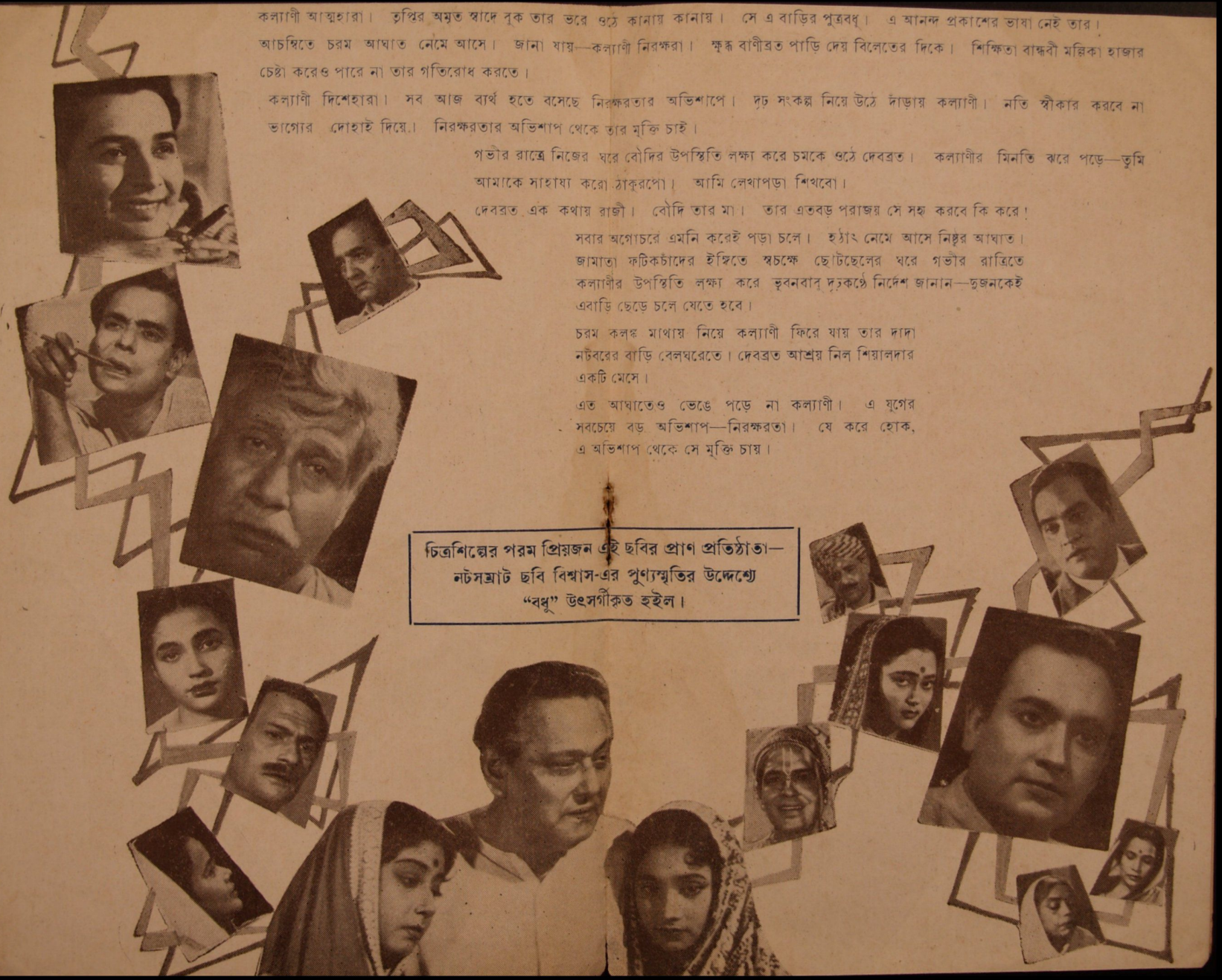

চিত্রশিল্পের পরম প্রিয়জন এই ছবির প্রাণ প্রতিষ্ঠাতা—
নটসম্রাট ছবি বিশ্বাস-এর পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে
"বধূ" উৎসর্গীকৃত হইল।

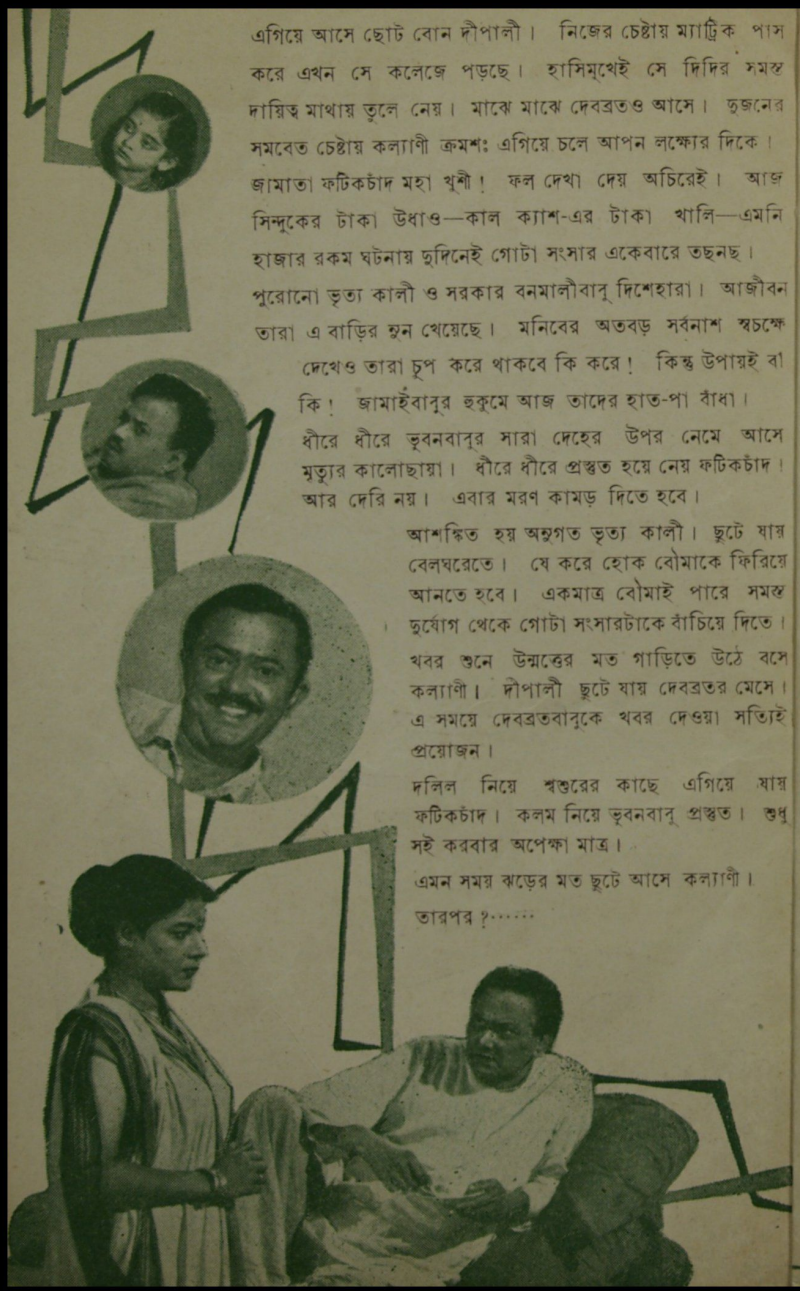

এগিয়ে আসে ছোট বোন দীপালী। নিজের চেষ্টায় ম্যাট্রিক পাস করে এখন সে কলেজে পড়ছে। হাসিমুখেই সে দিদির সমস্ত দায়িত্ব মাথায় তুলে নেয়। মাঝে মাঝে দেবব্রতও আসে। দুজনের সমবেত চেষ্টায় কল্যাণী ক্রমশঃ এগিয়ে চলে আপন লক্ষ্যের দিকে। জামাতা ফটিকচাঁদ মহা খুশী! ফল দেখা দেয় অচিরেই। আজ সিন্দুকের টাকা উধাও—কাল ক্যাশ-এর টাকা খালি—এমনি হাজার রকম ঘটনায় দুদিনেই গোটা সংসার একেবারে তছনছ। পুরোনো ভৃত্য কালী ও সরকার বনমালীবাবু দিশেহারা। আজীবন তারা এ বাড়ির নুন খেয়েছে। মনিবের অতবড় সর্বনাশ স্বচক্ষে দেখেও তারা চুপ করে থাকবে কি করে! কিন্তু উপায়ই বা কি! জামাইবাবুর হুকুমে আজ তাদের হাত-পা বাঁধা।

ধীরে ধীরে ভুবনবাবুর সারা দেহের উপর নেমে আসে মৃত্যুর কালোছায়া। ধীরে ধীরে প্রস্তুত হয়ে নেয় ফটিকচাঁদ। আর দেরি নয়। এবার মরণ কামড় দিতে হবে।

আশঙ্কিত হয় অনুগত ভৃত্য কালী। ছুটে যায় বেলঘরেতে। যে করে হোক বৌমাকে ফিরিয়ে আনতে হবে। একমাত্র বৌমাই পারে সমস্ত দুর্যোগ থেকে গোটা সংসারটাকে বাঁচিয়ে দিতে।

খবর শুনে উন্মত্তের মত গাড়িতে উঠে বসে কল্যাণী। দীপালী ছুটে যায় দেবব্রতর মেসে। এ সময়ে দেবব্রতবাবুকে খবর দেওয়া সত্যিই প্রয়োজন।

দলিল নিয়ে শ্বশুরের কাছে এগিয়ে যায় ফটিকচাঁদ। কলম নিয়ে ভুবনবাবু প্রস্তুত। শুধু সই করবার অপেক্ষা মাত্র।

এমন সময় ঝড়ের মত ছুটে আসে কল্যাণী।

তারপর?……

❋ গান ❋

(১)

সোনালী মেঘের দিন ডাকে আয়
সোনার আলোয় মন ছুঁয়ে যায়
আকাশ দিয়েছে ধরা আজ আমার
আঁখির পাতায়।
মনে হয় শুনি বার বার
ফুল বলে আজি যে, আমি যে তোমার
সারাবেলা ভাসি আমি
দূরে দূরে সুরের খেলায়।
নতুন নতুন কোন লেগেছে দোলা
স্বপন হরিণ তাই আপন ভোলা
কী যে আজ হলো সারা'খন
গান গাই কেন যে—কেন যে এমন
সবই যেন ভালো লাগে
ছায়া ঘেরা সাঁঝের মায়ায়।

(২)

সখীরে, ও আহা রসে টলমল আহা রে
রসে টলমল নওল কিশোরী
গাগরি ভরনে চলে
রসিক নাগর হাসি হাসি মুখে
দাঁড়ায়ে কদম তলে।

(৩)

গুণমণির কালো রূপের
কী গুণ আমি গাই।
রাধার কাজল আঁখির তারা যেমন
আমার শ্যামল বরণ বধূ তেমন
তাই চোখের আলোয় সে রূপ দেখে
কালো ভালবাসে রাই॥
যখন শাঙন মেঘের শ্যাম শোভাতে
মনের ময়ূর নাচে
সখির পরাণ দোলে ঝুলন দোলায়
শ্যামকে পেয়ে কাছে
আহা—গরবিনীর সেই গরবের
তুলনা আর নাই॥
আমার হৃদয় হরণ ভুবন মোহন
কালো শশীর হাসি
ওরে অঙ্গ জুড়ায় শীতল আলোয়
ভোলায় দুখরাশি
বুঝি, বিনোদিনী চিকন কালার
বরণ পেতে চায়
এমন দেখি নাই কভু শুনি নাই রে
শ্যাম কালো রূপ
ভালোবাসে কিনা বাসে
শ্রীমতী এবার দেখবে বলে
কালার বরণ পেতে চায়
সেই সাধ মেটাতে রাখাল রাজা
যায় গো মথুরায়
রাধা শ্যাম বিরহে জ্বলে
জ্বলে শ্যামলী আজ তাই
দেহের বরণ দেখে কে রাই কে শ্যাম
চেনার উপায় নাই॥

শৈলেশ দে-র সমস্যাবহুল সামাজিক কাহিনী

অগ্নিস্বাক্ষর

বিমল ঘোষ প্রোডাকসন্সের

পরবর্তী ঘোষণা

বামনাবতার

পৌরাণিক যুগের অবিস্মরণীয় কাহিনী

জয় পাবলিসিটির পক্ষে প্রচার সচিব শ্রীনিতাই দত্ত কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।
মুদ্রণ : ফাইন প্রিন্টার্স প্রাইভেট লিমিটড, কলিকাতা-৬।
প্রচার পরিকল্পনা : শ্রীপঞ্চানন